40th

ANNUAL REPORT
2021-2022

SGFL

Sylhet Gas Fields Limited

(A Company of Petrobangla)

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদের প্রতিবেদন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে দেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে সর্বপ্রথম জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত ছয় যুগেরও অধিক সময় ধরে এসজিএফএল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত রচনা করেছিলেন তার অন্যতম দু'টি গ্যাস ক্ষেত্র 'রশিদপুর' ও 'কৈলাশটিলা' এসজিএফএল পরিচালনা করছে। এসজিএফএল-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদ জাতির পিতার এ অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশজ জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের অন্যতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান, নতুন কূপ খনন, বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্ক ওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ ও রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে জাতির পিতার দেখানো পথে দেশীয় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতঃ টেকসই নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিৎ করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যা বিশ্বে এক অনুসরণীয় রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দেশের উত্তরোত্তর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এসজিএফএল নিরলস প্রচেষ্টা ও গৌরবদীপ্ত পথ চলা অব্যাহত রাখছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বর্তমানে কোম্পানির ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১২টি কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ৯১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। উদ্বেগের বিষয় হলো বিদ্যমান এ ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস মজুদ ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে আসছে। তবে আমরা আশাবাদি যে, বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকা ব্যাপী ৩-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ১৩ ও ১৪ নং ব্লকে দেশে প্রথমবারের মত ৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা ব্যাপী ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের পর নতুন গ্যাস রিজার্ভ পাওয়া যাবে।

এসজিএফএল-এর উৎপাদিত গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কনডেনসেট উৎপাদিত হয় যা কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন এবং বিপণন করা হয়। দেশের তরল জ্বালানি চাহিদা পূরণে এ কোম্পানির রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্লান্টদ্বয় হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে যা ২০ মে ২০২১ হতে উৎপাদনে রয়েছে। এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে উৎপাদিত অকটেন, পেট্রোল (RON89), ডিজেল ও কেরোসিন দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে বন্ধ থাকা সিলেট-৮ নং কূপ এবং কৈলাশটিলা ফিল্ডের কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনা হয়েছে। বিয়ানীবাজার-১ নং কূপের ওয়ার্কওভার চলছে। ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার পাশাপাশি ২০২২ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ৮টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৭টি নতুন কূপ খনন ও ১টি পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প। এ সকল প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বর্তমান উৎপাদনের সাথে আরো ১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যেও জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট ও তেল উৎপাদন-বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। এ সময়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে স্থাপনায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া, অফিস কক্ষ ও বাথরুম পরিষ্কার রাখা, নিজ টেবিল এবং আশপাশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিষ্কার রাখা, সকল বাথরুমে হ্যান্ড ওয়াশ ও সাবান রাখা এবং সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে ঘন ঘন হাত পরিষ্কার করা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। ফলে সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমতে এ পর্যন্ত কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলেও কোন প্রানহানি ঘটেনি এবং বর্তমানে সকলেই নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হয়। কোম্পানির কার্য পরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাসক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে হরিপুরে আবিষ্কৃত দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৯টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. কর্তৃক সম্পাদিত ৩ডি সাইসমিক রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮৫ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২২০.৬২ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৭.৩০ ভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৩টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৬.১২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-এ সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৮ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হচ্ছে।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ৭টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৮৭৮.৮০ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭৯০.২৭ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৮৯.৯৩ ভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৪টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩১ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল ও এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল এবং উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া

গ্যাসের সাথে উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৩৭০ ব্যারেল কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণ না করার কারণে বতর্মানে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্ট হতে এনজিএল উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এ যাবৎ মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,২৯৭ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৬৮৬.৩১ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫২.৯২ ভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস ৩টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এ ছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৯ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। আরপিএস এনার্জি কর্তৃক-২০১০ সালে প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১০৫.১৮ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫১.৮১ ভাগ।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ১টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৭.৪০ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস ১টি সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ১০৮ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড যথা: হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট ১৩টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেসিং করে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি উৎপাদন করা হয়। তবে বিএসটিআই নির্ধারিত মানের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন সম্ভব না হওয়ায় হরিপুর ও কৈলাশটিলায় অবস্থিত ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট দু'টি বর্তমানে বন্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় পৃথক চুক্তির আওতায় বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা, জালালাবাদ ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেটের একাংশ বেসরকারি ২টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের নিকট সরবরাহ করা হয়।

সিলেটস্থ কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার-সীভ টার্বো-এক্সপ্যান্ডার প্লান্ট (এমএসটিই)-এর মাধ্যমে আহরিত এনজিএল পেট্রোবাংলার কোম্পানি আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আরপিজিসিএল-এর এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদিত পেট্রোল বিএসটিআই মানের না হওয়ায় বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ আরপিজিসিএল এর কৈলাশটিলা প্লান্ট হতে পেট্রোল উত্তোলন বন্ধ করে দেয়। ফলে এসজিএফএল এর এমএসটিই প্লান্ট হতে বর্তমানে আরপিজিসিএল-এ এনজিএল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট/স্থাপনাসমূহের বিবরণ

এসজিএফএল'র ফিল্ডসমূহে স্থাপিত প্রসেস প্লান্ট ও কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট:

গ্যাস ফিল্ডের নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের ধরন (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট)	পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১৯৬০-৬১)	১	৩০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট ও লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	৩০	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৯০	
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩, ১৯৯৯-২০০০)	৩	১৫০	
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৭০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৬০	

খ) কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট:

স্থাপনার নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের স্থাপনকাল	ইউনিট সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল)	পণ্য
৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ)	২০২১	১	৩০০০	অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	২০১৮	১	৪০০০	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি)	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন
	২০১২	১	১২৫০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৯৬১	১	৬৮	পেট্রোল ও কেরোসিন
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট	১৯৮৩	১	৩০০	পেট্রোল ও ডিজেল

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০২১-২০২২ অর্থবছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১৩টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট প্রায় ৩২.৩৬ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ড ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ফিল্ড	২০২১-২০২২		২০২০-২০২১	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)
হরিপুর	৩টি (৭, ৮ ও ৯)	২২৩৪.৭১৩	১টি (৭)	১৩৬৯.০৩৫
কৈলাশটিলা	৪টি (২, ৪, ৬ ও ৭)	১১৩১১.৩৩৭	৩টি (২, ৪, ৬)	১৫০৮৫.৯২০
রশিদপুর	৫টি (১, ৩, ৪, ৭ ও ৮)	১৬১১৭.০৭৪	৫টি (১, ৩, ৪, ৭, ৮)	১৬১১৭.৩১৯
বিয়ানীবাজার	১টি (২)	২৭০১.৫৩৬	১টি (২)	২৮৮৫.৫৭৯
মোট	১৩টি	৩২৩৬৪.৬৬০	১০টি	৩৫৪৫৭.৮৫৩

২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৩০৯৩.১৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট হ্রাস পেয়েছে। সাধারণভাবে কোম্পানির আওতাধীন প্রায় সকল কূপ হতেই গ্যাস উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া লবণাক্ত পানির উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে কতিপয় কূপ হতে গ্যাস উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। চলমান ওয়ার্কওভার প্রকল্পের মাধ্যমে ২টি কূপ উৎপাদনে আসায় বর্তমানে এসজিএফএল-এর উৎপাদনরত ১২টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৯১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। চলমান ৪টি কূপ ওয়ার্কওভার (কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ এবং সিলেট-৭) ও খনন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন ধারা ইতিবাচক পর্যায়ে উন্নীত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০২১-২০২২ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২১-২০২২			২০২০-২০২১		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
হরিপুর	১,৫৩৩.৮৭৫	৬৮৯.৮৮৩	-	৭৮৬.৯০৬	৪৬৫.০১৯	-
কৈলাশটিলা	২,১৭৭১.৯৮৫	২৪.২০৫	-	২৭৫৭০.০১০	১৩৬.৫৪৪	৩২১২.০০০
রশিদপুর	৬৩৬.৪৩২	১,৬৪৩.৬১	-	৬৬১.৬২১	১৫২১.১৭৮	-
বিয়ানীবাজার	৬,২৪৩.০৩১	০	-	৬৯৭৩.৫১১	১৫.৪৪৬	-
মোট	৩০,১৮৫.৩২৩	২,৩৫৭.৬৯৮	-	৩৫৯৯২.০৪৮	২১৩৮.১৮৭	৩২১২.০০
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৩২,৫৪৩.০২১		-	৩৮,১৩০.২৩৫		৩২১২.০০০

২.৩ অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি

শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট গ্রহণ করে এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি) এবং দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (৪০০০ বিপিডি সিএফপি)-এ প্রক্রিয়াকরণ করে মটর স্পিরিট (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। কোম্পানি বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে মে ২০২১ মাস হতে বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89), ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি-এর ফিল্ড/স্থাপনাভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২১-২০২২					২০২০-২০২১			
	পেট্রোল	অকটেন	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি	পেট্রোল	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি
৪০০০ বিপিডি সিএফপি ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ	৭৯,৪৮৫.২৩৩	৪৯,৪৬৭.৫২৯	১৯,৪০০.১৬৫	২০,৬৪৭.৮৯৯	১,৩৬৮.৬০১	৫৭৪৭৯.৮৬৫	৩৬৬৮.৯২৭	৬০৯৬.৩৬৬	৮৭.২৯২
আরসিএফপি			৬৩৫.৭৭৮	১০৭.৬০২		৯৪৬৩.৪৭১	১২২২.৯৭৬	১০২৬.৯৮৫	
হরিপুর						৫৭০.১৭৭	-	৪২৮.০০০	-
কৈলাশটিলা						১০৭৩.২৫০	৫০৪.৯৩৯	-	-
মোট	৭৯,৪৮৫.২৩৩	৪৯,৪৬৭.৫২৯	২০,০৩৫.৯৪৩	২০,৭৫৫.৫০১	১,৩৬৮.৬০১	৬৮৫৮৬.৭৬৩	৫৩৯৬.৮৪৩	৭৫৫১.৩৫১	৮৭.২৯২

উল্লেখ্য, মে ২০২১ মাস হতে সিআরইউ প্লান্ট উৎপাদনে আসায় বিএসটিআই নির্ধারিত মান মাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন ও এলপিজি উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করায় পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির হতাশাজনক পরিস্থিতির উত্তোরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে যা আগামী দিনগুলোতে কোম্পানির উত্তরোত্তর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানিসমূহের প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এবং পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর নিকট ৩১,২৪৯.৫৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় এবং নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ৪৫৩.৫৬৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩১,৭০৩.১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ৬৬১.৪৯৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৩৪,৮৬৩.১০ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-সহজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ১৬,৮৭০.৬২ কিলোলিটার। বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ৫৫৩ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ৮,৩৯৭ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট-এর নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব, বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড ও আইওসি হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ২৫,৮২০.৬২ কিলোলিটার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (৭৫,৫৩২.৫০-২৫,৮২০.৬২) = ৪৯,৭১১.৮৮ কিলোলিটার বা শতকরা ৬৫.৮২ ভাগ কম। আরসিএফপি, ৪০০০ বিপিডি সিএফপি ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ এর মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পেট্রোল ৮০,৮৭৭.৮৩ কিলোলিটার, ডিজেল ২০,৭১৩.৪৪ কিলোলিটার, কেরোসিন ২২,৪৫০.৩৫ কিলোলিটার, অকটেন ৪৬,৫০৭.১২ কিলোলিটার এবং এলপিজি ৮২৯.০৭ কিলোলিটার বিক্রয় করা হয়।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,
২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছি:

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

গ্যাস: এমএমসিএফ
উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার

পণ্য	২০২১-২০২২			২০২০-২০২১		
	বিক্রয়ের পরিমান	আয়ের পরিমান (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)	বিক্রয়ের পরিমান	আয়ের পরিমান (কোটি টাকা)	আয়ের হার (%)
গ্যাস	৩১,৭০৩.১৬	১০৫.৯২	৮.৭০	৩৪,৮৬৩.১০	১১৫.৮৩	১৯.৯০
কনডেনসেট	১৬,৮৭০.৬২	১,১১১.০১	৯১.৩০	২৭,৬৭৭.৩৬	৪৬৬.২৯	৮০.১০
পেট্রোল	৮০,৮৭৭.৮৩			৪৩,০৯৬.০০		
ডিজেল	২০,৭১৩.৪৪			৫,২৪৮.১৯		
কেরোসিন	২২,৪৫০.৩৫			৬,৭৮৭.৬২		
অকটেন	৪৬,৫০৭.১২			-		
এলপিজি	৮২৯.০৭			-		
এনজিএল	-			৩,২১২.০০		
মোট		১,২১৬.৯৩	১০০.০০		৫৮২.১২	১০০.০০

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ১,২১৬.৯৩ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬৩৪.৮২ কোটি টাকা বা শতকরা ১০৯.০৫ ভাগ বেশি। সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে কোম্পানির কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টসমূহে বিভাজিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন-এর মান বিএসটিআই মানমাত্রার না হওয়ায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কনডেনসেট ব্যতীত মটর স্পিরিট, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক কম ছিল। কিন্তু, কোম্পানির ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন সিআরইউ গত ২০ মে ২০২১ চালু হওয়ায় বিএসটিআই এবং ইআরএল মানের পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি উৎপাদনে এসজিএফএল সক্ষমতা অর্জন করে। ফলে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কনডেনসেট হতে প্রক্রিয়াজাত মটর স্পিরিট, ডিজেল, কেরোসিন, অকটেন ও এলপিজি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৫৭.৬১ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১০৪.৫১ কোটি টাকা যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৫৩.১০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৩.৬৯ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১২.১৬ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ২৬.৬৮ কোটি টাকা কম হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন উপখাতে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ১৪.২৬ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালনা ব্যয়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালনা ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ৮৩৫.২২ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালনা ব্যয় হয়েছে ৮৬৭.৪৪ কোটি টাকা যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ৩.৮৬ ভাগ বেশি। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১২.১৬ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম হওয়ায় ২৬.৬৮ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপখাতে আরো ১৪.২৬ কোটি টাকা, অবচয় খাতে ৮.২৫ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। অপরদিকে, আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির পরিবহনজনিত বিক্রয় ব্যয় ০.৩৬ কোটি টাকা এবং আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি-এর জন্য কনডেনসেট ক্রয় খাতে ৮৭.৬০ কোটি টাকা এবং মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ৭.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩২.০০ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে প্রকৃত ব্যয় ৮৬৭.৪৪ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৫৩৫.৪৪ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬১.২৮ ভাগ বেশি। সেপ্টেম্বর, ২০২০ হতে কোম্পানির কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টসমূহে বিভাজিত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন-এর মান বিএসটিআই এবং ইআরএল মানের না হওয়ায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ক্রয়কৃত কনডেনসেটের পরিমাণ অনেক কম ছিল। কিন্তু, কোম্পানির ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন সিআরইউ চালু হওয়ায় বিএসটিআই এবং ইআরএল মানের পেট্রোলিয়াম পণ্যাদি উৎপাদন সক্ষমতা অর্জিত হওয়ায় কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ৪৬৯.৫২ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বেতন-ভাতাদি বাবদ ৬.৭৫ কোটি টাকা এবং ষ্টেশনারি, ভ্রমণ, প্রশিক্ষণ, বীমা, জ্বালানি, যানবাহন ভাড়া, ঠিকাদার শ্রমিক, নিরাপত্তা ব্যয়সহ বিভিন্ন উপখাতে ৪.০৬ কোটি টাকা, অবচয় বাবদ ১৫.৬৬ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন বাবদ ০.৫০ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় বাবদ ৩১.৩৪ কোটি টাকা এবং পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদির মজুদ সমন্বয় (আরসিএফপি ব্যতীত) বাবদ ১২.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্লান্ট রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৪.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০২১-২০২২		২০২০-২০২১	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	১০৫.৯২	৭.৯৩	১১৫.৮৩	১৫.৫৯
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	১,১১১.০১	৮৩.১৯	৪৬৬.২৯	৬২.৭৬
সুদসহ অন্যান্য আয়	১১৮.৫৬	৮.৮৮	১৬০.৮৪	২১.৬৫
মোট	১,৩৩৫.৪৯	১০০.০০	৭৪২.৯৬	১০০.০০

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১,১১৬.৭৮ কোটি

টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ২১৮.৭১ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১৭.২৫ কোটি টাকা বা শতকরা ৭.৩১ ভাগ কম।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৯.২৬ : ৮০.৭৪ এ দাঁড়িয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৯.৬৩ : ৮০.৩৭। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সিলেট-৯ ও সিলেট-১০ নং কূপ খনন প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ৬.৬২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ১৩.৯০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের নিট হ্রাস ৭.২৮ কোটি টাকা। ঋণ হ্রাস এবং ইক্যুইটি খাতে রেভিনিউ রিজার্ভ স্বল্প পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৭.১১ ভাগ যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ২২.৮১ ভাগ। মূলত চলতি অর্থবছরে ৩০০০ ব্যারেল সিআরইউ স্থাপন প্রকল্প বাবদ ৪৯৭ কোটি টাকা এবং সিলেট-০৯ নং কূপ খনন প্রকল্প বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা সম্পদ হিসেবে হিসাবভুক্ত করায় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন অর্জনের হার হ্রাস পেয়েছে।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৩৯৪.৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৩২.৪৩ ভাগ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৮০.৫১ কোটি টাকা। কোম্পানির বিক্রয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২১-২০২২		২০২০-২০২১	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
সম্পূরক শুল্ক ও মূসক	২১৮.০৯	৫৫.২৫	১৬৩.১৮	৪২.৮৮
আয়কর	৭১.৫২	১৮.১২	৭৬.২৬	২০.০৪
লভ্যাংশ	৮৫.০০	২১.৫৩	১২৫.০০	৩২.৮৫
ডিএসএল	২০.১০	৫.০৯	১৬.০৮	৪.২৩
মোট	৩৯৪.৭১	১০০.০০	৩৮০.৫১	১০০.০০

৬.০ দেনা-পাওনা

৩০ জুন ২০২২ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস্ রিসিভেবল-এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫১৮.৭৬ কোটি টাকা যা গড়ে ৫ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ১৪০.১৪ কোটি টাকা যা ৩.৭৪ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

৩০ জুন ২০২২ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭.৮৮ কোটি টাকা যা গড়ে ৩ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২১.৬২ কোটি টাকা যা ২.২৬ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ। অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়-এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮.৩৪ কোটি টাকা যা গড়ে ২ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ২৬৪ কোটি টাকা যা গড়ে ৪ মাসের দেনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২৩৫ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৮৪১.৪০ কোটি টাকা। অপরদিকে, জিডিএফ ফান্ড হতে কৈলাশটিলা-৭ ও রশিদপুর-৯নং কূপের প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২ নং কূপ হতে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা যা প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

৩০ জুন ২০২১ তারিখে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৮.৪৩ কোটি টাকা। গত ১৭-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GOB CONTRIBUTION TO EQUITY খাতের ৫৩.৫৮ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তর করায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩০ জুন ২০২২ তারিখে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৪২.০১ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ৮৫.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য্য করে যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৫৯.৮৫ ভাগ। ধার্য্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(ক) সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন) খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (জিডিএফ)-এর অর্থায়নে মোট ১৩৬১৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কূপটির খননকাজ সম্পন্নের পর গ্যাস প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে। কূপ খনন শেষে ০৩-০৯-২০২১ তারিখ হতে দৈনিক কম-বেশী ৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

(খ) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(১) সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৬৩৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৮-০২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির সিলেট-৮ নং কূপ ও কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার শেষে যথাক্রমে ০৯-০১-২০২২ এবং ০৭-০৫-২০২২ তারিখ হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত আছে। বর্তমানে বিয়ানীবাজার-১ নং কূপের ওয়ার্কওভার চলমান আছে। নভেম্বর ২০২২ এর মধ্যে উক্ত কূপ ওয়ার্কওভার শেষে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৬৬১.২৯ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭১.৭৮%।

(২) এসজিএফএল-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে প্রায় ১৯১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৮.৮৩ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ২১.৮১%।

(৩) কৈলাশটিলা-৮ নংকূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১০৬৭০.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৫০২৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২১-০৩-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০৪০.২৬ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ২২.১১%।

(৪) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় (৮ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৭৬ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৩.৯৭%।

(৫) সিলেট ১০ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৬১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২০২১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ২৩-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫.৮৩%।

(৬) রশিদপুর-৯ নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬৬৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ১৯-০১-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণ ঠিকাদার গ্যাসমিন লিমিটেড এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। পাইপলাইনটি নির্মাণ শেষে জুন ২০২৩ হতে দৈনিক কম-বেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭.১২ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৮.০৪%।

(৭) হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৯৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১২৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-১০-২০২২ হতে ৩০-০৯-২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির ডিপিপি ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা যাবে।

(গ) প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিম্নরুপ:

(১) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(২) রশিদপুর-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন

উপরিউক্ত ২টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রস্তাব পেট্রোবাংলা/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৯.১ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩-২০২৪ হতে ২০২৪-২০২৫)

(ক) ডুপিটিলা-১ নং কূপ খনন;

(খ) রশিদপুর-১৩ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(গ) সিলেট-১১ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ঘ) রশিদপুর-৩, রশিদপুর-৭ ও বিয়ানীবাজার-২ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঙ) কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

৯.২ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৫-২০২৬ থেকে ২০২৯-২০৩০)

(ক) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি কূপ খনন;

(খ) বিয়ানীবাজার ফিল্ডে পরিচালিত ৩ডি সাইসমিক জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে বিয়ানীবাজার-৩ ও ৪ নং কূপ খনন;

(গ) রশিদপুর-১৪ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;

(ঘ) কৈলাশটিলা-৪, রশিদপুর-৪ ও রশিদপুর-৮ নং কূপ ওয়ার্কওভার

(ঙ) ছাতক-৩ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;

(চ) ছাতক-৪ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

৯.৩ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩০-২০৩১ থেকে ২০৩২-২০৩৩)

(ক) সিলেট-৯ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(খ) রশিদপুর-৬ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(গ) কৈলাশটিলা-৬ নং কূপ ওয়ার্কওভার;

(ঘ) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় খননকৃত অনুসন্ধান কূপের ফলাফলের ভিত্তিতে ৩টি উন্নয়ন কূপ খনন;

(ঙ) কৈলাশটিলা-১০ ও ১১ নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি এসজিএফএল সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল ও এনজিএল উৎপাদনের সময় যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল-এর পরিকল্পনা রয়েছে।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয় এবং প্লান্ট অপারেশনের দৈনন্দিন কাজে পিপিই ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্লান্টে কর্মরতদের এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৬টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, Fire & Gas Detectors, Insulation, Threaded Joint, Flanged Joint, Pipe Fittings, Valve, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে ফায়ার এক্সটিংগুইসারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোন দূর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দূর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে এসজিএফএল-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। অর্থবছরের শুরুতে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপিএ চুক্তিপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোম্পানির কর্মকান্ড ও অগ্রগতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০২১-২০২২

অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ শতভাগ অর্জনের দিকে এসজিএফএল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অর্থবছরগুলোতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে এসজিএফএল-এর অর্জন নিমণরূপঃ

ক্রমিক	অর্থবছর	কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণমান	প্রকৃত অর্জন
১.	২০১৪-২০১৫	১০০	৮৭.৬
২.	২০১৫-২০১৬	১০০	৯০.২
৩.	২০১৬-২০১৭	১০০	৯৭.৩
৪.	২০১৭-২০১৮	১০০	৯০.০
৫.	২০১৮-২০১৯	১০০	৯৫.৭
৬.	২০১৯-২০২০	১০০	৯৫.৭
৭.	২০২০-২০২১	১০০	৯৮.৫
৮.	২০২১-২০২২	১০০	৯৭.২০

১২.০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরাল (প্রতিকৃতি)

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গনে জাতির পিতার ১০ ফুট উচ্চতা ও ৮ ফুট প্রস্থের একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.০ ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলা এবং এসজিএফএল-এর মধ্যকার স্বাক্ষরিত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী এসজিএফএল'র ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, সেবা সহজীকরণের আওতায় কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের কন্ট্রোল রুম ও জেনারেটর রুমে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এমারজেন্সি লাইটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নের আওতায় এসজিএফএল'র হিসাব ও অর্থ বিভাগে ই-সেবার মাধ্যমে ভাউচিং প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হচ্ছে। কোম্পানির কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, ইনোভেশন টিমের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানিতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার আওতায় একজনকে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

১৪.০ স্বাস্থ্য সেবাঃ

গ্যাস উৎপাদন ও কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমর্রতদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ উৎপাদনশীল ফিল্ড/স্থাপনায় মেডিকেল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিয়োজিত চিকিৎসকগণের মাধ্যমে কোম্পানির মেডিকেল সুবিধার আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদের পরিবার এবং নির্ভরশীলদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

১৫.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড-স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও কেপিআই গ্রেড-১ তালিকাভূক্ত স্থাপনা। কেপিআই-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড-স্থাপনাদির সারফেইস নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট লাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড ও স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- আন্ডার ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সিসিটিভি ক্যামেরা অপারেশনে রয়েছে। এছাড়া, হরিপুর ও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্টের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৬.০ জনবলঃ

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৪৭৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৬৩ জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৮৫ জন কর্মকর্তা ও ২৫৮ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৪৩ জন জনবল কমর্রত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০ জন কর্মকর্তা ও ৮ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন এবং ৬ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সাধারণ ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ)-এর ৩০টি, সহকারী কর্মকর্তা

(সাধারণ)-এর ১৪টি, কারিগরি ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি)-এর ২৫টি, উপসহকারী প্রকৌশলী-এর ১৮টি, হিসাব ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক(হিসাব)-এর ১৩টি এবং সহকারী কর্মকর্তা (হিসাব)-এর ৪টি সহ মোট ১০৪ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৭.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

কোম্পানিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গঠিত নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রণীত মাঠ পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে 'অংশীজন সভা', শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, 'কোভিড-১৯ ও জরুরী স্বাস্থ্য বিধি' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, কোম্পানরি পূর্ত কাজ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদন, কোম্পানির যানবাহনের জ্বালানি ব্যবহারের যথার্থতা পরিবীক্ষণ (লগবই পরীক্ষা), যথাযথ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির ডিসপেনসারী হতে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ (পেশেন্ট বুক পরীক্ষা) ইত্যাদি কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়। এছাড়া, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০২১ এর আলোকে কোম্পানির গ্রেড ২ হতে ৯ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন কর্মকর্তাকে, গ্রেড ১০ হতে ১৬ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন কর্মচারীকে এবং গ্রেড ১৭ হতে ২০ ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৮.০ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির নিকট হতে দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর দেশীয় মালিকানার ভিত্তি রচিত হয়। জাতির পিতার এ যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে প্রতি বছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালেও অন্যান্য বছরের ন্যায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত ব্যানার, ফেষ্টুন ও ড্রপ-ডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। এ উপলক্ষে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের অংশগ্রহণে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন প্রিন্ট-মিডিয়াতে দিনটির তাৎপর্য তুলে শুভেচ্ছা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯.০ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল মূলত অনলাইনভিত্তিক এবং ইনহাউজ ও কাস্টমাইজড। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ১৮০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৩০.০০ লক্ষ (দুই কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৫,৫০,৬১৮.০০ (পনেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি বিধি নিষেধ থাকার প্রেক্ষাপটে এ বছর কোনো বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে কোম্পানির ৪৫৭ জন কর্মকর্তা (একাধিকবার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের হিসাবসহ) ও ১১৯ জন কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে স্বদেশ প্রশিক্ষণ/ইনহাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে (৪০টি কর্মসূচি) অংশগ্রহণ করেন।

১৯.২ বিদেশ প্রশিক্ষণঃ

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোনও বিদেশ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়নি।

২০.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কঃ

২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়েছে।

২১.০ তথ্য অধিকার আইনঃ

কোম্পানিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি আছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীনে কোনো তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী

এবং যেকোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করে থাকেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে তথ্য চেয়ে কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেনি। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কোম্পানির ৬৭ জন কর্মকর্তাকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৪টি ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির এবং আশেপাশের বিভিন্ন স্থাপনায় লিফলেট ও ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন আইন, বিধি এবং পরিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২২.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২২.১ শিক্ষা বৃত্তি

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান, এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় অটোপাস দেওয়ায় এবং বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা না পাওয়ায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উক্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

২২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় অটোপাস দেওয়ায় এবং বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা না পাওয়ায় কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড ও স্থাপনা সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, এসজিএফএল-এর সিএসআর নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্তদের ব্যতীত অন্যান্যদের মধ্যে মেধাক্রমের ভিত্তিতে এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালি আয়োজনে গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে সর্বমোট ১,২৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত তিন উপজেলাকে ১,৫৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে বিভিন্ন অঙ্কের মাসিক ও এককালীন অনুদান বাবদ সর্বমোট ২,৮০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সিলেটে মে-জুন ২০২২ মাসে দু'দফা ভয়াবহ বন্যায় এসজিএফএল-এর পক্ষ হতে সিলেট জেলার জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা এবং সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় বন্যার্তদের কোম্পানির সিএসআর খাত হতে শুকনো ও রান্না করা খাদ্য সামগ্রী প্রদানসহ মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। বন্যার্তদের শুকনো ও রান্না করা খাদ্য সামগ্রী প্রদান এবং মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা সহ ঔষধ বিতরণে ২২,৬৮,৬২০.০০ (বাইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত বিশ) টাকা ব্যয় হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অংকের অনুদান প্রদান করা হয় যার সর্বমোট পরিমাণ ৩০,২১,৯০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ একুশ হাজার নয়শত) টাকা।

২২.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করে আসছে। এ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ মহামারিজনিত কারণে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধিমালা মেনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

২৩.০ জাতীয় দিবসসমূহ

২৩.১ জাতীয় শোক দিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের অফিস প্রাঙ্গনে জমায়েত (কালো ব্যাজসহ), জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধ-নমিত করণ, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন, পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত, তর্জমা এবং ১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্টে জাতির পিতাসহ সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। জৈন্তাপুর উপজেলা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরাল এ পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এসজিএফএল পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এসজিএফএল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসহ সকল স্থাপনায় মিলাদ, বিশেষ দোয়া এবং শিরনী বিতরণ করা হয়।

২৩.২ মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন

সবর্কালের সবর্শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ", বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ান্তী এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। অতঃপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। কোম্পানির সকল স্থাপনায় সল্প পরিসরে শিশু-কিশোরদের অংশ গ্রহণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, বিজয় দিবসের কেক কাটা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিকেলে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শপথ গ্রহণ করা হয়।

২৩.৩ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ২০২২ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয় ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড প্রাঙ্গনে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। অতঃপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও দেশ জাতীর সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

২৩.৪ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ পালন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করে। প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধ-নমিতকরণ এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অতপরঃ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত, তর্জমা এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় শহীদদের স্মরণে বক্তব্য প্রদান করেন।

২৩.৫ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২২ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষন স্মরণে "ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস" উদ্যাপন করা হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সমবেত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২৩.৬ মুক্তির উৎসব ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী মেলা ২০২২

উপজেলা প্রশাসন জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, সিলেট এবং বাহুবল, হবিগঞ্জ আয়োজিত "মুক্তির উৎসব ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী মেলা ২০২২" শীর্ষক মেলা আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় এসজিএফএল-এর পক্ষ হতে স্টল স্থাপন করা হয়।

এসজিএফএল এ মেলায় ১ম স্থান অর্জন করে। এ অর্জন এসজিএফএল পরিবারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

২৩.৭ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কেক কাটা হয়।

২৪.০ মুজিব শতবর্ষ পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এসজিএফএল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক এসজিএফএল কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা সীমিত পরিসরে পালন করা হয়। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে মুজিববর্ষ এর সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিবসগুলোতে প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড/স্থাপনায় জাকজমকপূর্ণ আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন সকল স্থাপনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য সকল ফিল্ড/স্থাপনায় জাতির পিতার রুহের মাগফিরাত এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মঙ্গল কামনায় সংশ্লিষ্ট মসজিদে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২৫.০ কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির মধ্যে জনগুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে গ্যাস, কনডেনসেট ও তেল উৎপাদন-বিপণন কার্যক্রম বিশেষ ব্যবস্থায় মহামারির শুরু থেকেই অব্যাহত রাখা হয়। উদ্ভূত করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতি মোকাবেলায় অক্সিজেন সংকট নিরসনে কোম্পানির কর্ম এলাকার ৪টি উপজেলা যথাঃ জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার ও বাহুবল-এর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে কোম্পানির সিএসআর কর্মসূচীর আওতায় ৪টি উন্নতমানের অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যেও কোম্পানির দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। দু'টি প্রকল্প যথা: (ক) সিলেট-৯ নং কূপ খনন প্রকল্প ও (খ) পেট্রোলকে অকটেনে রুপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যাটলাইটকি রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন কাজ সফলভাবে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

২৬.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বেশী সময় ধরে এসজিএফএল-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়ে কোম্পানি তার প্রথম উৎপাদিত গ্যাস ক্ষেত্র ছাতক ফিল্ড এবং পরবর্তী সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত রাখতে না পারায় বর্তমান গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা মোকাবেলা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। উপরন্তু বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আবিষ্কৃত সকল গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ এসজিএফএল-এর আওতায় উৎপাদনে যুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও বিগত ২০ বছরে নতুন কোনো ফিল্ড আবিষ্কৃত না হওয়ায় কোম্পানির ভবিষ্যৎ জীবনকাল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এসজিএফএল-এর গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২০০২ সাল নাগাদ যেখানে দৈনিক ২১০-২২০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক ছিল সেখানে বর্তমানে তা দৈনিক কম-বেশী ৯১ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে এসেছে। ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, নতুন গ্যাস কূপ খনন এবং বন্ধ কূপসমূহের ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি এখন এসজিএফএল-এর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এসজিএফএল এর উৎপাদিত গ্যাসের মার্জিন অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় অনেক কম (প্রতি ঘনফুট ০.২০২৮ টাকা মাত্র) থাকায় নতুন কূপ খনন/ বন্ধ কূপের ওয়ার্কওভার প্রকল্প গ্রহণ কোন অবস্থাতেই economically viable হয় না যা নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এসজিএফএল-এর জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া, এসজিএফএল-এর বর্তমান আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ এবং সদ্য স্থাপিত সিআরইউ প্লান্ট যেমন দেশের ও কোম্পানির জন্য সম্ভাবনাময় তেমনি এ প্লান্টসমূহ পূর্ণমাত্রায় পরিচালনা করতে না পারলে এর নেতিবাচক ফলাফলেরও ঝুঁকি রয়েছে যা একটি সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এসজিএফএল এর উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম পণ্য বিএসটিআই/ ইআরএল সমমানের হওয়া সত্ত্বেও ইআরএল উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের চেয়ে অনেক কম মূল্যে এসজিএফএল এর উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম পণ্য নিজস্ব পরিবহন ব্যয়ে বিপিসি'র বিপণন কোম্পানির নিকট বিক্রয় করতে হয়। পরিবহন ব্যয় এবং কম মূল্যের কারণে এ খাতে কোম্পানির আয় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এসজিএফএল-এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহ পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনে রেখে বাজারজাত পেট্রোলিয়াম পণ্যসমূহের মূল্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত গ্যাসের মার্জিন বৃদ্ধির বিষয়ে

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল জন্মলগ্ন থেকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। অনেক সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। সকল বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে নিয়ে আসা, বিশেষ বিধানের আওতায় ১টি কূপ খনন প্রকল্পসহ স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২২ হতে ২০২৪ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করে গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারার উত্তরণের পাশাপাশি ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের জ্বালানি সংকট ও কোম্পানির বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে। আমরা আশাবাদী পরিচালক পর্ষদ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দূরদর্শী উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সকল ধরণের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

এস. এম. জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান
এসজিএফএল পরিচালনা পর্ষদ